Visit http://www.asram.org

হোসেয়া

১ যুদা-রাজ উজ্জিয়া, যোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ে, এবং যোয়াশের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের
সময়ে প্রভুর এই বাণী বেয়েরির সন্তান হোসেয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।

হোসেয়ার প্রতি প্রভুর আজ্ঞা

২ প্রভু যখন হোসেয়ার মধ্য দিয়ে কথা বলতে শুরু করেন, তখন প্রভু হোসেয়াকে বললেন: 'যাও, স্ত্রীরূপে একটা
বেশ্যা নাও ও বেশ্যাচারের সন্তানদের পিতা হও, কেননা এই দেশ প্রভুর কাছ থেকে সরে যাওয়ায় বেশ্যাচার ছাড়া
কিছুই করে না!'
৩ তাই তিনি গিয়ে দিব্‌লাইমের কন্যা গোমেরকে নিলেন, আর সেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান
প্রসব করল। ৪ প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি তার নাম যেস্রেয়েল রাখ, কারণ অল্প দিন পরে আমি যেহুর কুলকে
যেস্রেয়েলের রক্তপাতের প্রতিফল দেব, এবং ইস্রায়েলকুলের রাজ্য শেষ করে দেব। ৫ সেইদিন আমি
যেস্রেয়েল-উপত্যকায় ইস্রায়েলের ধনু ছিন্ন করব।'
৬ স্ত্রীলোকটা আবার গর্ভধারণ করে এক কন্যা প্রসব করল। প্রভু হোসেয়াকে বললেন, 'তুমি তার নাম
লো-রুহামা রাখ, কারণ আমি ইস্রায়েলকুলকে আর স্নেহ করব না; না, তাদের আর কখনও দয়া করব না।
৭ যুদাকুলকেই বরং আমি স্নেহ করব, তাদেরই পরিত্রাণ করব; ধনু বা খড়্গ বা যুদ্ধ বা রণ-অশ্ব বা অশ্বারোহী দ্বারা
নয়, তাদের পরমেশ্বর প্রভু দ্বারাই তারা পরিত্রাণ পাবে।'
৮ লো-রুহামাকে দুধ-ছাড়ানোর পরে গোমের গর্ভবতী হল এবং একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। ৯ প্রভু বললেন,
'তুমি তার নাম লো-আম্মি রাখ, কারণ তোমরা আমার জনগণ নও, আর তোমাদের পক্ষে আমি নেই।'

সুখময় এক যুগের প্রতিশ্রুতি

২ ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা
হবে সমুদ্রের সেই বালুকণার মত,
যা পরিমাণ ও গণনার অতীত:
এবং এমনটি ঘটবে যে, যেখানে এই কথা তাদের বলা হয়েছিল:
'তোমরা আমার জনগণ নও,'
সেই স্থানে তাদের বলা হবে:
'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান'।
২ যুদা-সন্তানেরা ও ইস্রায়েল-সন্তানেরা
পুনরায় একসাথে মিলিত হবে,
নিজেদের উপরে তারা অনন্য এক নেতাকে নিযুক্ত করবে,
ও নিজেদের দেশ থেকে বেশ দূরেই ছড়িয়ে পড়বে,
কেননা যেস্রেয়েলের দিন মহান হবে!
৩ তোমাদের ভাইদের তোমরা 'আম্মি' বল,
আর তোমাদের বোনদের বল: 'রুহামা'।

সেই অবিশ্বস্তা বধূ মিলন-বিচ্ছেদ ঘটায়

৪ বিবাদ কর, তোমাদের মায়ের সঙ্গে বিবাদ কর,
কারণ সে আমার স্ত্রী আর নয়,
আমিও তার স্বামী আর নই।
নিজের মুখ থেকে সে তার বেশ্যাচারের যত চিহ্ন মুছে দিক,
নিজের বুক থেকে তার ব্যভিচার দূর করে দিক;
৫ নইলে আমি তাকে নিঃশেষে বিবস্ত্রা করব,
জন্মলগ্নে তার যেমন অবস্থা ছিল, আমি তাকে ঠিক তেমনি করব,
তাকে প্রান্তরের সমান ও মরুভূমির মত করব,
পিপাসায় তার মৃত্যু ঘটাব।
৬ তার সন্তানদের আমি স্নেহ করব না,
যেহেতু তারা বেশ্যাচারের সন্তান।
৭ হ্যাঁ, তাদের মা বেশ্যাগিরি করেছে,
তাদের জননী লজ্জাকর কাজ করেছে;

সে নাকি বলছিল : ‘আমি আমার প্রেমিকদের পিছু পিছু যাব,
তারাই আমার রুটি ও আমার জল, আমার পশম ও আমার ক্ষোম-কাপড়,
আমার তেল ও আমার যত পানীয় আমাকে দিয়ে থাকে!’
৮ এজন্য দেখ, আমি কাঁটা দিয়ে তোমার পথ রোধ করব,
তার চারদিকে প্রাচীর দেব
যেন সে নিজের কোন পথের সন্ধান না পেতে পারে।
৯ সে তার প্রেমিকদের পিছু পিছু দৌড়বে,
কিন্তু তাদের নাগাল পাবে না;
সে তাদের খোঁজ করে বেড়াবে,
কিন্তু তাদের খোঁজ পাবে না।
সে তখন বলবে : ‘আমি আমার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরব,
কারণ এখনকার চেয়ে তখনই আমার মঙ্গল বেশি ছিল।’
১০ সে তো বুঝতে পারেনি যে,
আমিই সেই গম, নতুন আঙুররস ও তেল তাকে দিচ্ছিলাম,
আমিই তার জন্য যুগিয়ে দিচ্ছিলাম সেই রুপো আর সোনা,
যা তারা বায়াল-দেবের উদ্দেশে ব্যবহার করল।
১১ এজন্য আমিও গমের সময়ে আমার গম,
ও আঙুরফলের ঋতুতে আমার আঙুররস ফিরিয়ে নেব;
সেই পশম ও ক্ষোম-কাপড়ও নেব,
যা তার উলঙ্গতা আচ্ছাদিত করার জন্যই ছিল।
১২ তখন তার প্রেমিকদের চোখের সামনে
আমি তার লজ্জা অনাবৃত করব—
কেউই তাকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে না!
১৩ আমি তার সমস্ত আমোদপ্রমোদ,
তার পর্বোৎসব, অমাবস্যা, সাব্বাৎ
ও যত মহাপর্ব বাতিল করে দেব;
১৪ তার আঙুরলতা ও ডুমুরগাছ সবই বিনষ্ট করব,
যা সম্বন্ধে সে বলছিল,
‘এ তো আমার প্রেমিকদের দেওয়া উপহার!’
আমি সেইসব কিছু জঙ্গল করব,
করব বন্যজন্তুদের চারণমাঠ।
১৫ তাকে আমি বায়াল-দেবদের সেই দিনগুলির প্রতিফল ভোগ করাব,
যখন তাদের উদ্দেশে সে ধূপ জ্বালাত,
ও যত আঙটি ও অলঙ্কারে নিজেকে অলঙ্কৃতা করত,
তার প্রেমিকদের পিছু পিছু যেত,
কিন্তু এই আমাকে ভুলে থাকত!
—প্রভুর উক্তি।

প্রভু পুনর্মিলন ঘটান

১৬ সুতরাং দেখ, আমি তাকে ভুলিয়ে
প্রান্তরে আনব ও তার হৃদয়ের উপরেই কথা বলব।
১৭ সেখান থেকে আমি তার আঙুরখেত ফিরিয়ে দেব,
আখোর উপত্যকাকে আশাদ্বারে পরিণত করব।
সেখানে সে সাড়া দেবে,
যেমন সাড়া দিত তার তরুণ বয়সের দিনগুলিতে,
মিশর থেকে বেরিয়ে আসার দিনগুলিতে।
১৮ সেইদিন যখন আসবে—প্রভুর উক্তি—
তুমি আমাকে ‘আমার স্বামী’ বলে ডাকবে,
আমাকে ‘আমার বায়াল-দেব’ বলে আর ডাকবে না।
১৯ আমি তার মুখ থেকে বায়াল-দেবদের যত নাম বাতিল করে দেব,
তাদের নামগুলির আর স্মরণ থাকবে না।

২০ সেইদিন আমি তাদের জন্য
বন্যজন্তু, আকাশের পাখি ও ভূমির সরিসৃপদের সঙ্গে এক সন্ধি করব;
ধনুক, খড়্গ ও রণসজ্জা ভেঙে দিয়ে
তা দেশের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করব;
নিরাপদেই তাদের শুতে দেব।
২১ আমি তোমাকে চিরকালের মত আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,
ধর্মময়তা, ন্যায়, কৃপা ও স্নেহেই
তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব;
২২ আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,
তখন তুমি প্রভুকে জানবে।
২৩ সেইদিন যখন আসবে, আমি তখন সাড়া দেব,
—প্রভুর উক্তি—
আমি আকাশকে সাড়া দেব,
আকাশ ভূমিকে সাড়া দেবে;
২৪ আর ভূমি গম, নতুন আঙুররস ও তেলকে সাড়া দেবে,
আর এগুলো যেস্রেয়েলকে সাড়া দেবে।
২৫ আমি নিজেরই জন্য তাকে এ দেশে রোপণ করব,
লো-রুহামাকে স্নেহ করব,
লো-আম্মিকে বলব, 'তুমি আমার আপন জনগণ,'
এবং সে বলবে, 'তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।'

সেই মিলনের মূল্য

৩ প্রভু আমাকে বললেন, 'তুমি আবার যাও, এবার এমন স্ত্রীলোককে ভালবাস, যে আর একজনকে ভালবাসে, যে ব্যভিচারিণী; ঠিক যেমনটি প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের ভালবাসেন, যদিও তারা অন্য দেবতাদের প্রতি ফেরে ও কিশমিশের পিঠা ভালবাসে।'
২ তাই আমি পনেরো রুপোর টাকা ও বারো মণ যবের বিনিময়ে তাকে কিনে নিলাম; ৩ তাকে বললাম, 'তুমি
অনেক দিন ধরে আমার সঙ্গে শান্ত থাকবে; ব্যভিচার করবে না, কোন পুরুষের সঙ্গে যাবে না; আমিও তোমার প্রতি
সেইমত ব্যবহার করব।' ৪ কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা অনেক দিন ধরে থাকবে রাজাহীন, নেতাহীন, যজ্ঞহীন,
স্মৃতিস্তম্ভহীন, এফোদহীন ও তেরাফিমহীন। ৫ পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা ফিরে আসবে ও তাদের পরমেশ্বর প্রভুর ও
তাদের রাজা দাউদের অন্বেষণ করবে, এবং অন্তিমকালে সভয়ে প্রভুর ও তাঁর মঙ্গলময়তার দিকে ফিরবে।

অভিযোগ পেশ

৪ হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, প্রভুর বাণী শোন,
কারণ দেশবাসীদের বিরুদ্ধে প্রভু অভিযোগ আনছেন:
দেশে তো সততা নেই, সহৃদয়তা নেই, ঈশ্বরজ্ঞান নেই।
২ মিথ্যাশপথ, মিথ্যাকথা, নরহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার চলছে,
হত্যাকাণ্ড ও একের পর এক রক্তপাত সাধিত হচ্ছে।
৩ এজন্য দেশ শোকপালন করছে,
দেশবাসী সকলে ম্লান হচ্ছে,
তাদের সঙ্গে বন্যজন্তু ও আকাশের পাখিরাও তেমনি করছে,
সমুদ্রের মাছগুলিও মিলিয়ে যাবে।

যাজকদের পাপ

৪ কিন্তু কেউ অভিযোগ না করুক, কেউ অনুযোগ না করুক,
কারণ তোমার বিরুদ্ধেই, হে যাজক, আমার অভিযোগ।
৫ দিনের বেলায়ই তুমি হোঁচট খাচ্ছ,
রাতের বেলায় নবীও তোমার সঙ্গে হোঁচট খাচ্ছে,
তবে আমি তোমার মাতাকে তার সদ্‌জ্ঞান-অভাবের কারণে স্তব্ধ করে দেব,
৬ আমার আপন জনগণকেই স্তব্ধ করা হবে।
যেহেতু তুমি সদ্‌জ্ঞান অগ্রাহ্য করেছ,
সেজন্য আমি যাজকরূপে তোমাকেই অগ্রাহ্য করব;

যেহেতু তুমি তোমার পরমেশ্বরের নির্দেশবাণী ভুলে গেছ,
সেজন্য আমি তোমার সন্তানদের কথা ভুলে যাব।
৭ তারা সংখ্যায় যত বেশি ছিল,
আমার বিরুদ্ধে তত বেশি পাপ করল;
তাদের গৌরব যিনি, তাঁকে তারা দুর্নামের সঙ্গে বিনিময় করল।
৮ আমার জনগণের পাপ—এতেই তারা নিজেদের পুষ্ট করে,
আমার জনগণের শঠতা—এর প্রতিই তাদের লোভ।
৯ কিন্তু জনগণের যেমন দশা, যাজকেরও তেমন দশা—
তাদের আচরণের জন্য আমি তাদের শাস্তি দেব,
তাদের অপকর্মের প্রতিফল দেব।
১০ তারা খাবে, কিন্তু তৃপ্তি পাবে না,
বেশ্যাগিরি করবে, কিন্তু তাদের বংশবৃদ্ধি হবে না,
কারণ তারা প্রভুকে মান্য করায় ক্ষান্ত হয়েছে।
১১ বেশ্যাগিরি, আঙুররস ও মাতলামি বুদ্ধি হরণ করে।
১২ আমার জনগণ তাদের সেই গাছের অভিমত যাচ্না করে,
আর তাদের সেই ডাল তাদের উত্তর দেয়,
কারণ বেশ্যাচারের এক আত্মা তাদের ভ্রান্ত করছে
আর তারা তাদের আপন পরমেশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে বেশ্যাগিরি করছে।
১৩ তারা পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় যজ্ঞ করে
ও উপপর্বতের চূড়ায় চূড়ায়
ওক্, ঝাউ ও তার্পিন গাছের তলায় ধূপ জ্বালায়,
কেননা সেগুলোর ছায়া মনোহর।
তাই তোমাদের কন্যারা বেশ্যা হয়
ও তোমাদের পুত্রবধূরা ব্যভিচার করে।
১৪ তোমাদের কন্যারা বেশ্যা হলে
ও তোমাদের পুত্রবধূ ব্যভিচার করলে আমি তাদের শাস্তি দেব না,
কেননা যাজকেরা নিজেরাও বেশ্যাদের সঙ্গে গোপন জায়গায় যায়
ও সেবাদাসীদের সঙ্গে যজ্ঞ করে;
অবোধ এক জাতি সর্বনাশের দিকে যাচ্ছে।

১৫ ইস্রায়েল, তুমি যখন বেশ্যাগিরি কর,
তখন যুদাও যেন নিজেকে দণ্ডনীয় না করে।
তোমরা গিলগালে যেয়ো না,
বেথ্-আবেনেও যেয়ো না,
এবং 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি!' বলে শপথ করো না।
১৬ আর যখন ইস্রায়েলীয়েরা বিদ্রোহিণী গাভীর মত বিদ্রোহী,
তখন প্রভু কেমন করে তাদের চরাবেন
প্রশস্ত মাঠে মেষশাবককে যেভাবে চরানো হয়?
১৭ এফ্রাইম প্রতিমাগুলোতে আসক্ত;
তাকে একাই ছাড়!
১৮ তাদের মদ্যপানীয় শেষ হলেও
তারা তবু অবিরত বেশ্যাচার করে চলে,
ও তাদের নেতারা দুর্নাম প্ররোচনা করতে ভালবাসে।
১৯ ঘূর্ণিবায়ু তার পাখা দু'টো দিয়ে তাদের তুলে নেবে,
ফলে তারা তাদের সেই যজ্ঞের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করবে।

যাজকবর্গ ও রাজকুল

৫ হে যাজকেরা, একথা শোন,
ইস্রায়েলকুল, মনোযোগ দাও,
হে রাজকুল, কান পেতে শোন,
কারণ ন্যায্যতা-রক্ষা তোমাদেরই হাতে;

অথচ তোমরা মিস্পাতে ফাঁদস্বরূপ হয়েছ,
ও তাবরে পাতা জালস্বরূপ হয়েছ;
২ তারা সিত্তিমে গভীর একটা গর্ত খুঁড়েছে,
কিন্তু আমি তাদের সকলেরই দণ্ড দিতে যাচ্ছি।

৩ এফ্রাইমকে আমি জানি,
ইস্রায়েলও আমার কাছে গোপন নয়।
এফ্রাইম, তুমি তো বেশ্যাগিরি করেছ!
ইস্রায়েল নিজেকে কলুষিত করেছে।
৪ তাদের কাজকর্ম তাদের পরমেশ্বরের কাছে ফিরতে বাধা দেয়,
কারণ তাদের মধ্যে বেশ্যাচারের এক আত্মা বিরাজ করছে,
আর তারা প্রভুকে আর জানে না।
৫ ইস্রায়েলের দম্ভ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়,
ইস্রায়েল ও এফ্রাইম নিজেদের অপরাধে নিজেরাই হোঁচট খাবে,
যুদাও হোঁচট খাবে তাদের সঙ্গে।
৬ তাদের মেষপাল ও গবাদি পশু নিয়ে
তারা প্রভুর অন্বেষায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তাঁকে পায় না,
কারণ তিনি তাদের কাছ থেকে চলে গেছেন।
৭ প্রভুর প্রতি তারা অবিশ্বস্ত হয়েছে,
তারা যে উৎপন্ন করেছে জারজ সন্তান;
এখন অমাবস্যাই তাদের ও তাদের জমা-জমি গ্রাস করবে।

ভ্রাতৃযুদ্ধ ও তার শাস্তি

৮ তোমরা গিবেয়াতে শিঙা বাজাও,
রামায় তুরিধ্বনি তোল,
বেথ্-আবেনে রণ-নিনাদ তুলে বল:
বেঞ্জামিন, সজাগ হও!
৯ শাস্তির দিনে এফ্রাইম ধ্বংসস্থান হবে:
ইস্রায়েল-গোষ্ঠীদের জন্য আমি এমন কিছু ঘোষণা করছি, যা অবশ্যই ঘটবে।
১০ যুদার নেতারা তাদেরই মত হয়েছে,
যারা সীমানার চিহ্ন-পাথর স্থানান্তর করে,
তাদের উপরে আমি আমার ক্রোধ বন্যার মতই ঢেলে দেব।
১১ এফ্রাইম অত্যাচারী, সে ন্যায়বিচার মাড়িয়ে দিচ্ছে,
সে অসারের অনুগামী হতে লাগল।
১২ কিন্তু আমি এফ্রাইমের পক্ষে হব কীটের মত,
যুদাকুলের পক্ষে কাঠপোকার মত।
১৩ যখন এফ্রাইম তার নিজের রোগ
ও যুদা তার নিজের ঘা দেখতে পেল,
তখন এফ্রাইম আসিরিয়ার কাছে গেল,
সেই মহারাজের কাছে লোক পাঠাল;
কিন্তু সে তোমাদের রোগমুক্ত করতে অক্ষম,
তোমাদের ঘাও নিরাময় করতে অক্ষম,
১৪ কারণ আমি এফ্রাইমের পক্ষে হব সিংহের মত,
যুদাকুলের পক্ষে যুবসিংহের মত।
আমি, আমিই তাদের দীর্ণ-বিদীর্ণ করে চলে যাব,
আমার শিকার নিয়ে যাব, উদ্ধার করার মত কেউই থাকবে না।

১৫ আমি আমার নিজের জায়গায় ফিরে যাব,
যতদিন না তারা তাদের দোষ স্বীকার করে;
তারা আমার শ্রীমুখের অন্বেষণ করবে,
তাদের সঙ্কটে সযত্নেই আমার অনুসন্ধান করবে।

ইস্রায়েলের উত্তর

৬ ‘এসো, প্রভুর কাছে ফিরে যাই, তিনি আমাদের ছিঁড়ে ফেললেন,
কিন্তু আমাদের নিরাময় করবেন ;
আমাদের আঘাত করলেন,
কিন্তু বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান।
২ দু’ দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন,
আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন ;
তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।
৩ এসো, তাঁকে জানি, প্রভুকে জানবার জন্য ছুটে চলি,
ভোরের মতই সুনিশ্চিত তাঁর আগমন।
ঘন ঘন বৃষ্টির মতই তিনি আমাদের কাছে আসবেন,
আসবেন বসন্তের সেই জলবর্ষণের মত যা মাটিকে জলসিক্ত করে।’

৪ এফ্রাইম, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব ?
যুদা, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব ?
সকালের মেঘের মতই তোমার প্রেম,
তা শিশিরেরই মত, যা প্রত্যূষে উবে যায়।
৫ এজন্যই নবীদের দ্বারা আমি তাদের আঘাত করলাম,
আমার মুখের বচন দ্বারা তাদের সংহার করলাম,
আলোকের মতই উদিত হয় আমার বিচার :
৬ কারণ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়,
আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।

অবিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা

৭ কিন্তু তারা আদমের মত সন্ধি লঙ্ঘন করেছে,
এই যে কোথায় তারা আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে !
৮ গিলেয়াদ তো অপকর্মাদের নগর,
তা রক্তে কলঙ্কিত।
৯ ওত পেতে থাকা দস্যুদের মত
এক দল যাজক সিখেমের দিকের পথে নরহত্যা করে :
আহা, কেমন জঘন্য ব্যাপার !
১০ বেথেলে আমি রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখেছি,
সেইখানে হয়েছে এফ্রাইমের বেশ্যাচার,
সেইখানে ঘটেছে ইস্রায়েলের কলুষ।
১১ আমি যখন আমার আপন জনগণের দশা ফেরাব,
তখন তোমার জন্যও, হে যুদা, নিরূপিত থাকবে এক ফসল !
৭ যখনই আমি ইস্রায়েলকে নিরাময় করতে চাই,
তখনই এফ্রাইমের শঠতা ও সামারিয়ার অপকর্ম প্রকাশ পায় ;
কারণ প্রতারণাই তাদের চর্চা :
ভিতরে চোরের প্রবেশ,
বাইরে দস্যুর লুটতরাজ !
২ আমি যে তাদের সমস্ত অধর্ম স্মরণে রাখি,
একথা তারা কি ভাবেই না ?
তাদের সমস্ত কর্ম চারদিকে তাদের ঘিরে রাখে,
সেইসব কিছু আমার মুখেরই সামনে উপস্থিত।

চক্রান্ত, শুধু চক্রান্ত !

৩ তারা তাদের অপকর্ম দ্বারা রাজাকে আনন্দিত করে,
তাদের মিথ্যাকথা দ্বারা নেতাদের পুলকিত করে।
৪ তারা সকলে ব্যভিচারী,
এমন তন্দুরের মত উত্তপ্ত,

যার আগুন রুটিওয়ালা ওস্কায় না
যতক্ষণ না ময়দা ছানার পর খামির গেঁজে ওঠে।
৫ আমাদের রাজার উৎসব-দিনে
নেতারা আঙুররসে উত্তপ্ত হয়,
আর সে বিদ্রূপকারীদের হাতের সঙ্গে হাত মেলায়;
৬ কারণ তন্দুরের আগুনের মত তারা কুটিলতায় পূর্ণ হৃদয়ে এগিয়ে এসেছে,
তাদের রোষ সারারাত ধরে তন্দ্রাবেশে থাকে,
আর সকালে প্রচণ্ড অগ্নিশিখার মত জ্বলে ওঠে।
৭ তারা সকলে তন্দুরের মত উত্তপ্ত,
তাদের গণশাসকদের গ্রাস করে।
এইভাবে তাদের সকল রাজাদের পতন হল,
আর তারা কেউই আমাকে কখনও ডাকে না।
৮ এফ্রাইম তো জাতিগুলির সঙ্গে মিশে গেছে;
এফ্রাইম এক পিঠ ভাজা পিঠার মত।
৯ বিদেশীরা তার বল গ্রাস করে,
কিন্তু সে তা টের পায় না;
তার মাথায় চুল পেকেছে,
কিন্তু সে তা টের পায় না।
১০ ইস্রায়েলের দম্ভ তারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়,
কিন্তু তারা তাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফেরে না,
এসব কিছু সত্ত্বেও তাঁর অন্বেষণও করে না।
১১ এফ্রাইম এমন কপোতের মত যা নিজেকে ভোলাতে দেয়,
সত্যিই, সে বুদ্ধিহীন;
তারা একবার মিশরকে, একবার আসিরিয়াকে ডাকে।
১২ তারা যেইদিকে যাবে,
আমি তাদের উপরে আমার জাল বিস্তার করব;
আকাশের পাখিদের মত তাদের নামিয়ে দেব;
তাদের নিজেদের জনমণ্ডলীতে শাস্তি দেব।
১৩ ধিক্ তাদের! তারা যে আমাকে ছেড়ে দূরে চলে গেছে;
সর্বনাশ তাদের! তারা যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।
আমি তাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে চাচ্ছিলাম,
কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাকথা বলেছে।
১৪ তাদের বিছানায় তারা চিৎকার করে বটে,
কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার কাছে হাহাকার করেই না।
তারা শস্য ও নতুন আঙুররসের জন্য দেহে কাটাকাটি করে বটে,
কিন্তু সেইসঙ্গে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলে।
১৫ অথচ আমিই তাদের বাহুর অবলম্বন হয়ে তা সবল করেছি,
কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রই এঁটেছে।
১৬ ঊর্ধ্বে আছেন যিনি, তাঁর কাছে তারা তো ফেরে না,
তারা এমন ধনুকের মত, যার তীর হবে লক্ষ্যভ্রষ্ট।
তাদের নেতারা নিজেদের জিহ্বার আস্ফালনের জন্য
খড়্গের আঘাতে পড়বে,
আর এজন্য তারা মিশর দেশে হবে উপহাসের বস্তু।

একটা চিহ্ন

৮ মুখে তুরি দাও!
ঈগল পাখির মত সর্বনাশ প্রভুর গৃহের উপর নেমে আসছে!
কারণ তারা আমার সন্ধি লঙ্ঘন করেছে,
নির্দেশগুলোর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে;

২ ইস্রায়েল নাকি আমার কাছে চিৎকার করে বলে :
‘হে আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে স্বীকার করি!’
৩ অথচ ইস্রায়েল যা মঙ্গল তা দূরে ফেলে দিয়েছে ;
তাই শত্রু তার পিছনে ধাওয়া করবে।
৪ তারা রাজাদের বানিয়েছে—কিন্তু আমার সম্মতিতে নয় ;
তারা নেতাদের নিযুক্ত করেছে—কিন্তু আমার অজান্তে ;
তাদের সোনা-রুপো দিয়ে দেবমূর্তি তৈরি করেছে—কিন্তু তাদের সর্বনাশ হবেই।
৫ সামারিয়া, তোমার বাছুর আমি তুচ্ছই করি!
ওদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ জ্বলে উঠল ;
নিজেদের নিষ্কলঙ্ক করতে আর কতকাল ওরা দেরি করবে?
৬ কেননা সেই বাছুর ইস্রায়েল দ্বারাই গড়া,
তা একটা কারুকর্মীর হাতের কাজ, তা ঈশ্বর নয় ;
টুকরো টুকরো করা হবেই সামারিয়ার সেই বাছুর!
৭ তারা বাতাস বুনেছে, তাই ঝঞ্ঝাই সংগ্রহ করবে।
তাদের গমে শিষ থাকবে না,
গজে উঠলেও তা কখনও ময়দা দেবে না,
দিলেও, তা ভিনদেশীরাই গ্রাস করবে।
৮ ইস্রায়েলকেও গ্রাস করা হয়েছে ;
এখন তারা জাতিসকলের মধ্যে হীন পাত্রেরই মত।
৯ তারা তো আসিরিয়া পর্যন্তই গেল,
সেই আসিরিয়া, যা এমন বন্য গাধা যে একাকীই থাকে ;
এফ্রাইম নিজের জন্য প্রেমিকদের কিনে নিয়েছে ;
১০ জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের কিনে নিয়েছে বিধায়
এখন আমি এদের সকলকে একত্রে ঘিরে ফেলব ;
তারা শীঘ্রই টের পাবে সেই রাজাধিরাজের বোঝা!
১১ এফ্রাইম নিজের পাপের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি উত্তরোত্তর গাঁথতে থাকে,
কিন্তু এই যজ্ঞবেদিগুলিই তাদের পক্ষে পাপের অবকাশ।
১২ তার জন্য আমি হাজার বিধিনিয়ম লিখে গেছি,
কিন্তু সেইসব বিজাতীয় একজনের কাছ থেকে আগত বলেই গণ্য।
১৩ তারা আমার কাছে বলি উৎসর্গ করে থাকে,
সেই পশুর মাংসও খেয়ে থাকে,
কিন্তু প্রভু তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রাহ্য করবেন না ;
তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ করবেন,
তাদের পাপের শাস্তি দেবেন,
তাদের মিশরে ফিরে যেতে হবে।
১৪ সত্যিই, ইস্রায়েল তার নিজের নির্মাতাকে ভুলে গেছে,
নিজের জন্য নানা প্রাসাদ গেঁথেছে ;
আর এদিকে যুদা সুরক্ষিত নগর উত্তরোত্তর নির্মাণ করে থাকে ;
কিন্তু তাদের শহরে শহরে আমি আগুন প্রেরণ করব,
আর সেই আগুন গ্রাস করবে তাদের সেই দুর্গসকল।

দুঃখ ও নির্বাসন

৯ হে ইস্রায়েল, তত আনন্দ-ফুর্তি করো না,
জাতিসকলের মতও উল্লাসে মেতে উঠো না,
কারণ তুমি বেশ্যাচার করার জন্য
তোমার আপন পরমেশ্বরকে ছেড়ে দূরে গেছ ;
শস্যের যত খামারে তোমার বেশ্যাগিরির মজুরি ভালবেসেছ।
২ খামার বা আঙুরমাড়াইকুণ্ড তাদের খাদ্য দেবে না,
নতুন আঙুররসও তাদের আশাভ্রষ্ট করবে।

৩ তারা প্রভুর দেশে আর বাস করবে না,
এফ্রাইমকে মিশরে ফিরে যেতে হবে,
ও আসিরিয়ায় অশুচি খাদ্য খেতে হবে।
৪ তারা প্রভুর উদ্দেশে আঙুররস-নৈবেদ্য আর ঢালবে না,
তাদের সমস্ত বলিদান তাঁর প্রীতিকর হবে না।
শোকের রুটিই হবে তাদের রুটি,
যারা তা খাবে, তারা অশুচি হবে।
তাদের রুটি হবে কেবল তাদেরই জন্য,
যেহেতু প্রভুর গৃহে তা প্রবেশ করবে না।
৫ মহাপর্বদিনে তোমরা তখন কী করবে?
কী করবে প্রভুর পর্বোৎসবে?

নির্যাতিত নবী

৬ দেখ, তারা বিনাশ থেকে রেহাই পাবে,
কিন্তু মিশর তাদের ঘিরে ফেলবে,
মেম্ফিস হবে তাদের কবরস্থান।
তাদের যত রুপোর পাত্র হবে বিছুটিগাছের অধিকার,
তাদের তাঁবুতে তাঁবুতে গজে উঠবে কাঁটাগাছ।
৭ দণ্ডের দিনগুলি এসে গেছে,
প্রতিফল-দানের দিনগুলি এবার উপস্থিত,
—একথা ইস্রায়েল জ্ঞাত হোক:
নবী উন্মাদ, অনুপ্রাণিত মানুষ নির্বোধ—
এসব কিছুর কারণ হল তোমার বহু অপরাধ, তোমার ভারী বিদ্বেষ।
৮ আমার পরমেশ্বরের সঙ্গে যে নবী, সে-ই এফ্রাইমের প্রহরী,
কিন্তু তার সকল পথে রয়েছে ব্যাধের ফাঁদ,
তার আপন পরমেশ্বরের গৃহেও রয়েছে দিদ্বেষ।
৯ গিবেয়ার সময়ের মতই তারা অত্যন্ত ভ্রষ্ট,
কিন্তু তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ করবেন,
তাদের পাপের শাস্তি দেবেন।

বায়াল-পেওর

১০ আমি মরুপ্রান্তরে আঙুরফলের মত ইস্রায়েলকে পেয়েছিলাম;
আমি ডুমুরগাছের অগ্রিম আশুপক্ব ফলের মত তোমাদের পিতৃপুরুষদের দেখেছিলাম;
কিন্তু তারা বায়াল-পেওরের কাছে এসে পৌঁছেই
সেই লজ্জাকর বস্তুর উদ্দেশে নিজেদের নিবেদন করল,
তাদের ভালবাসার বস্তুর মত ঘৃণ্য হয়ে পড়ল।
১১ এফ্রাইমের গৌরব উড়ে যাবে পাখির মত,
আর প্রসব হবে না, গর্ভ ও গর্ভধারণও আর হবে না।
১২ যদিও তারা সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে,
তারা মানুষ হবার আগেই তাদের আমি উচ্ছেদ করব;
ধিক্ তাদের, যদি আমি তাদের ত্যাগ করি কোন দিন!
১৩ আমি তো দেখতে পাচ্ছি,
এফ্রাইমকে আমি দেখতাম নবীন ঘাসের মাঠে রোপিত তুরসের মত;
তাই এফ্রাইম তার সন্তানদের নিয়ে যাবে জবাইখানায়!
১৪ প্রভু, তাদের দাও …; তাদের তুমি কী দেবে?
তাদের অনুর্বর গর্ভ ও শুষ্ক বুক দাও!

গিল্‌গাল

১৫ গিলগালে তাদের সমস্ত শঠতা দেখা দিল,
সেইখানে আমি তাদের ঘৃণা করতে লাগলাম।
তাদের পাপময় কর্মকাণ্ডের জন্য

আমি আমার গৃহ থেকে তাদের তাড়িয়ে দেব,
তাদের আর ভালবাসব না;
তাদের নেতারা সকলে বিদ্রোহী!
১৬ এফ্রাইম ক্ষতবিক্ষত,
তাদের মূল এবার শুষ্ক,
তারা আর ফল দেবে না।
যদিও তারা সন্তানদের জন্ম দেয়,
আমি তাদের প্রিয় গর্ভফল মেরে ফেলব।
১৭ আমার পরমেশ্বর তাদের প্রত্যাখ্যান করবেন,
কেননা তারা তাঁর প্রতি বাধ্য হয়নি।
তখন তারা জাতিগুলির মধ্যে উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াবে।

রাজা ও সেই বাছুর

১০ ইস্রায়েল উর্বরতম আঙুরলতা ছিল, তাতে প্রচুর ফল ধরত;
কিন্তু তার ফল যত প্রচুর হত, সে তত যজ্ঞবেদি গাঁথত;
তার মাটি যত উৎকৃষ্ট হত, সে তত সুন্দর করত নিজ স্মৃতিস্তম্ভ।
২ তাদের হৃদয় পিচ্ছিল;
এখন তারা এর জন্য দন্ড বহন করবে।
তিনি নিজে তাদের যত যজ্ঞবেদি ভেঙে ফেলবেন,
তাদের যত স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করবেন।
৩ তখন তারা বলবে: 'আমাদের আর রাজা নেই,
কারণ আমরা প্রভুকে ভয় করিনি;
কিন্তু রাজাও কিবা করতে পারতেন?'
৪ তারা অসার কথা বলে, মিথ্যা শপথ করে, নানা সন্ধি স্থির করে:
তাই ন্যায়বিচার মাঠের রেখায় রেখায় বিষগাছের মত ছড়িয়ে পড়ে।
৫ সামারিয়ার অধিবাসীরা বেথ্-আবেনের সেই বাছুরটার জন্য উদ্বিগ্ন,
সেখানকার লোকেরা তার জন্য শোকপালন করে, তার পূজারিরাও তাই করে;
তার সেই যে গৌরব এখন আমাদের কাছ থেকে দূর করা হচ্ছে,
তার জন্য তারা মেতে উঠুক!
৬ তাকেও মহান রাজার উপঢৌকন রূপে আসিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে;
তখন এফ্রাইম লজ্জাবোধ করবে,
ইস্রায়েল তার সেই মন্ত্রণার জন্য লজ্জায় লাল হয়ে যাবে।
৭ জলের উপরে খড়টুকরোর মত
সামারিয়া ও তার রাজা ভেসে ভেসে মিলিয়ে যাবে।
৮ শঠতার যত উচ্চস্থান—যা ইস্রায়েলের পাপস্বরূপ—
সবই বিনষ্ট হবে,
তাদের সমস্ত যজ্ঞবেদির উপরে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ গজে উঠবে;
তারা পাহাড়পর্বতকে বলবে: 'আমাদের ঢেকে ফেল,'
উপপর্বতগুলোকে বলবে: 'আমাদের উপরে পড়।'
৯ হে ইস্রায়েল, গিবেয়ার দিনগুলি থেকেই তুমি পাপ করে আসছ;
সেইখানে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছিল,
শঠতার বংশের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম,
তা কি গিবেয়াতে তাদের ধরবে না?
১০ আমি তাদের দন্ড দিতে আসছি;
তাদের বিরুদ্ধে জাতিসকল একজোট হবে,
কারণ তারা তাদের দ্বিগুণ শঠতার সঙ্গে লেগে আছে।
১১ এফ্রাইম এমন পোষ-মানা গাভী,
যা শস্য মাড়াই করতে ভালবাসে;
কিন্তু তার সেই সুন্দর ঘাড়ের উপরে
আমি জোয়ালটা ভারী করে দেব;

আমি এফ্রাইমকে লাঙলে লাগাব,
যাকোবকে হাল টানতে হবে।
১২ নিজেদের জন্য তোমরা ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন,
কৃপা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ কর;
তোমাদের ফেলানো জমি চাষ কর:
প্রভুর অন্বেষণ করার সময় এসে গেছে,
যতদিন তিনি না এসে তোমাদের উপরে ধর্মময়তা বর্ষণ করেন।
১৩ তোমরা অপকর্ম চাষ করেছ,
অধর্ম-ফসল সংগ্রহ করেছ,
মিথ্যার ফল ভোগ করেছ।
তুমি তোমার রথে ও তোমার বহু বহু যোদ্ধায় ভরসা রেখেছ বলে
১৪ তোমার শহরগুলোর বিরুদ্ধে জেগে উঠবে যুদ্ধের কোলাহল,
ও তোমার যত দৃঢ়দুর্গের হবে সর্বনাশ।
যুদ্ধের দিনে সাল্‌মান যেমন বেথ্-আর্বেলের সর্বনাশ ঘটিয়েছিল,
এবং মাকে আছাড় মেরে ছেলেদের উপরেই টুকরো টুকরো করা হয়েছিল,
১৫ হে বেথেল, তোমার মহা অপকর্মের জন্য তোমার প্রতি তেমনি করা হবে:
প্রভাতে ইস্রায়েলের রাজা মিলিয়ে যাবে!

পিতার ভালবাসা অবজ্ঞাত

১১ ইস্রায়েল যখন তরুণ ছিল, আমি তখন তাকে ভালবাসলাম,
মিশর থেকে আমার সন্তানকে ডেকে আনলাম।
২ কিন্তু আমি তাদের যত ডাকতাম,
তারা আমা থেকে তত দূরে চলে যেত;
তারা বায়াল-দেবদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করত,
দেবমূর্তির উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত।
৩ এফ্রাইমকে আমিই হাঁটতে শিখিয়েছিলাম,
নিজেই তাদের হাত ধরে রাখতাম,
কিন্তু আমি যে তাদের যত্ন করছিলাম, তা তারা বুঝল না।
৪ আমি মানবতা-বন্ধন দিয়ে, প্রেম-বাঁধন দিয়েই তাদের আকর্ষণ করতাম;
তাদের পক্ষে আমি এমন একজনেরই মত ছিলাম,
যে আপন শিশুকে মুখের কাছে তুলে নেয়;
তার দিকে হাত বাড়িয়ে আমি তার খাদ্য দিতাম।
৫ সে মিশর দেশে ফিরে যাবে না,
আসিরিয়াই বরং হবে তার রাজা,
তারা যে আমার কাছে ফিরে আসতে অসম্মত হয়েছে!
৬ তাদের শহরগুলির উপরে খড়্গ নেমে পড়বে,
তাদের নগরদ্বারের অর্গল ধ্বংস করবে,
তাদের মতলবের কারণে তাদের গ্রাস করবে।
৭ আমার আপন জনগণ আমাকে ছেড়ে বিপথে যেতে প্রবণ,
ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলতে আহূত হলেও
তারা কেউই ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলতে জানে না।

ঈশ্বরের ভালবাসা প্রতিশোধের চেয়েও গভীর

৮ এফ্রাইম, কেমন করে আমি তোমাকে ত্যাগ করব?
ইস্রায়েল, কেমন করে পরের হাতে তোমাকে তুলে দেব?
কেমন করে তোমাকে আদ্‌মার মত করব?
কেমন করে তোমার প্রতি সেইভাবে ব্যবহার করব
যেইভাবে ব্যবহার করেছিলাম জেবোইমের প্রতি?
আমার মধ্যে হৃদয় উৎপাটিত হচ্ছে,
আমার অন্তরাজি করুণায় দগ্ধ হচ্ছে।

৯ আমি আমার উত্তপ্ত ক্রোধ জ্বলে উঠতে দেব না,
এফ্রাইমের সর্বনাশ আর ঘটাব না,
কারণ আমি ঈশ্বর, মানুষ নই ;
আমি তোমার মধ্যে সেই পবিত্রজন,
তোমার কাছে রোষভরে আসব না।
১০ তারা প্রভুর অনুসরণ করবে,
তিনি সিংহের মত গর্জনধ্বনি তুলবেন :
আর তিনি যখন গর্জনধ্বনি তুলবেন,
তখন তাঁর সন্তানেরা পশ্চিম থেকে ছুটে আসবে,
১১ তারা মিশর থেকে চড়ুই পাখির মত,
আসিরিয়া থেকে কপোতের মত ছুটে আসবে,
আর আমি তাদের আপন আবাসে তাদের বাস করাব।
প্রভুর উক্তি।

এফ্রাইমের ছলনা

১২ এফ্রাইম মিথ্যাকথায় ও ইস্রায়েলকুল ছলনায় আমাকে ঘিরে ফেলেছে,
কিন্তু যুদা এখনও ঈশ্বরের সঙ্গে চলে
ও সেই পবিত্রজনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।
২ এফ্রাইম বাতাসই খায়
ও পুব-বাতাসের পিছনে ছুটে চলে ;
দিনে দিনে মিথ্যাকথা ও অত্যাচার বাড়ায় ;
তারা আসিরিয়ার সঙ্গে সন্ধি করে,
আবার মিশরের কাছে তেল নিয়ে যায় !

যাকোব ও এফ্রাইমের বিরুদ্ধে বাণী

৩ যুদার সঙ্গে প্রভুর বিবাদ আছে,
তিনি যাকোবকে তার আচরণ অনুযায়ী শাস্তি দেবেন,
তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।
৪ মাতৃগর্ভে সে তার ভাইয়ের পাদমূল ধরেছিল,
আর বয়স্ক হয়ে পরমেশ্বরের সঙ্গে লড়াই করেছিল ;
৫ হ্যাঁ, সে স্বর্গদূতের সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ী হয়েছিল,
ও কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে দয়া প্রার্থনা করেছিল ;
সে বেথেলে তাঁকে আবার পেয়েছিল,
আর তিনি সেখানে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন :
৬ প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
প্রভু, এ-ই তাঁর স্মরণীয় নাম।
৭ তাই তুমি তোমার আপন পরমেশ্বরের কাছে ফের,
সহৃদয়তা ও ন্যায়বিচার রক্ষা কর,
তোমার আপন পরমেশ্বরেই প্রত্যাশা রাখ—চিরকাল ধরে।
৮ ব্যবসায়ীর হাতে রয়েছে ছলনার নিক্তি,
সে ঠকাতে ভালবাসে।
৯ এফ্রাইম বলেছে : 'আমি তো ঐশ্বর্যবান,
এবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি ;
আমার যখন এই সমস্ত সম্পদ থাকে,
তারা আমাতে পাপ বা শঠতা কিছুই পাবে না।'
১০ অথচ আমিই মিশর দেশের সেই সময় থেকে
তোমার আপন পরমেশ্বর প্রভু !
আমি তোমাকে আবার তাঁবুতে বাস করাব,
সাক্ষাতের সেই দিনগুলির মত।

১১ আমি নবীদের কাছে আবার কথা বলব,
আমি আরও আরও দর্শন মঞ্জুর করব,
ও নবীদের মুখ দিয়ে উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করব।

১২ গিলেয়াদ কি শঠতায় পূর্ণ?
তারাও অলীকতামাত্র;
গিলগালে তারা বৃষ বলিদান করে,
এজন্য তাদের যজ্ঞবেদিগুলি
মাঠের আলে আলে পাথরের ঢিপির মত হবে।
১৩ যাকোব আরাম দেশে পালিয়ে গেছিল;
ইস্রায়েল একটা স্ত্রী পাবার জন্য সেবাকাজ করল
ও স্ত্রীর বিনিময়ে হয়েছিল পশুপালের রক্ষক।
১৪ প্রভু একজন নবী দ্বারা
ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন,
একজন নবী দ্বারাই তাকে লালন-পালন করেছিলেন।

১৫ কিন্তু এফ্রাইম তাঁকে তিক্ততার সঙ্গে ক্ষুব্ধ করে তুলল;
এজন্য প্রভু তার রক্তপাতের অপরাধ তার উপরে নামিয়ে দেবেন
ও তার টিটকারির যোগ্য প্রতিফল দেবেন।

বিনষ্ট এফ্রাইম

১৩ এফ্রাইম যখন কথা বলত, তখন ইস্রায়েলে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিত;
কিন্তু বায়াল-দেবের ব্যাপারে দোষী হওয়ায় সে মরল।
২ তবু তারা পাপ করে চলছে,
তাদের রুপো দিয়ে তারা ছাঁচে ঢালাই করা এমন প্রতিমা তৈরি করল,
যা তাদের নিজেদেরই পরিকল্পিত দেবমূর্তি:
সবগুলোই কারুশিল্পীর কাজমাত্র।
সেগুলোর বিষয়ে লোকে বলে: 'কেমন বলির উৎসর্গকারী মানুষ!
বাছুরগুলিকেই তারা চুম্বন করে!'
৩ তাই তারা হবে সকালের মেঘের মত,
শিশিরের মত যা প্রত্যূষে উবে যায়,
তুষের মত যা খামার থেকে দূরে ফেলা হয়,
ধূমের মত যা জানালা থেকে চলে যায়।

৪ অথচ আমিই মিশর দেশের সেই সময় থেকে
তোমার পরমেশ্বর প্রভু!
আমাকে ছাড়া তুমি আর কোন ঈশ্বরকে জানবে না,
আমি ব্যতীত ত্রাণকর্তা বলে আর কেউ নেই।
৫ আমিই মরুপ্রান্তরে, সেই ভয়ঙ্কর তৃষ্ণার দেশে, তোমাকে যত্ন করেছি।
৬ তাদের সেই চারণমাঠে তারা পরিতৃপ্ত হল,
আর পরিতৃপ্ত হলে তাদের হৃদয় গর্বিত হল,
এজন্যই তারা আমাকে ভুলে গেল।
৭ তাই আমি তাদের পক্ষে সিংহের মত হব,
চিতাবাঘের মত পথের ধারে ওত পেতে থাকব,
৮ শাবক-বঞ্চিতা ভালুকীর মত তাদের আক্রমণ করব,
তাদের হৃদয়ের পরদা ছিঁড়ে ফেলব,
আর সেখানে সিংহীর মত তাদের গ্রাস করব:
বন্যজন্তুই তাদের দীর্ণ-বিদীর্ণ করবে।

৯ ইস্রায়েল, এই যে তোমার সর্বনাশ!
আমি ব্যতীত কেইবা তোমার পক্ষে সহায়করূপে দাঁড়াবে?
১০ তোমার সেই রাজা কোথায়, সে যেন তোমাকে ত্রাণ করতে পারে?
তোমার সকল শহরে কোথায় তোমার নেতারা,

ও সেই গণশাসকেরা, যাদের বিষয়ে তুমি বলতে :
‘আমাকে রাজা ও জনপ্রধান দাও?’
১১ ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তোমাকে এক রাজা দিলাম,
এবং কুপিত হয়ে এখন তাকে ফিরিয়ে নিলাম।
১২ এফ্রাইমের অপরাধ ভাল করে আটকে আছে,
তার পাপ গচ্ছিত রাখা আছে।
১৩ প্রসবিনী নারীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা তাকে ধরবে,
কিন্তু সে অবোধ সন্তান,
আসল সময়ে গর্ভের নির্গম-স্থানে উপস্থিত হয় না।

১৪ আমি কি পাতালের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করব?
মৃত্যু থেকে কি তাদের আবার মুক্ত করব?
হে মৃত্যু, কোথায় তোমার মহামারী?
হে পাতাল, কোথায় তোমার হত্যাকাণ্ড?
দয়া আমার চোখ থেকে লুক্কায়িত হবে।
১৫ এফ্রাইম তার ভাইদের মধ্যে সমৃদ্ধ হোক :
আসবেই সেই পুব-বাতাস,
প্রান্তর থেকে উঠে আসবেই প্রভুর ফুৎকার,
তা তার যত জলের উৎস শুষ্ক করবে,
তার যত ঝরনা শুকিয়ে দেবে,
তার ধনকোষের সমস্ত বহুমূল্য পাত্র কেড়ে নেবে।
১৪ সামারিয়া তার নিজের দণ্ড বহন করবে,
কারণ সে তার আপন পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।
তারা খড়্গের আঘাতে পড়বে,
তাদের শিশুদের আছড়িয়ে টুকরো টুকরো করা হবে,
বিদীর্ণ করা হবে গর্ভবতী যত নারীর উদর।

জীবনদায়ী মনপরিবর্তন

২ তবে, ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো;
কারণ তুমি তোমার নিজের শঠতায় হোঁচট খেয়েছ।
৩ তোমাদের বক্তব্য প্রস্তুত করে প্রভুর কাছে ফিরে এসো;
তাঁকে বল : ‘সমস্ত শঠতা দূর করে দাও;
যা ভাল, তাই গ্রহণ কর,
তবেই আমরা বৃষের চেয়ে আমাদের ওষ্ঠই তোমার কাছে নিবেদন করব।
৪ আসিরিয়া আমাদের ত্রাণ করবে না,
আমরা ঘোড়ায় আর চড়ব না,
আমাদের আপন হাতের রচনাকে আর কখনও ‘আমাদের ঈশ্বর’ বলব না,
কারণ তোমারই কাছে পিতৃহীন স্নেহ পায়।’

৫ আমি তাদের অবিশ্বস্ততা থেকে তাদের নিরাময় করব,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের ভালবাসব,
কারণ আমার ক্রোধ তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।
৬ আমি ইস্রায়েলের পক্ষে হব শিশিরের মত,
সে লিলিফুলের মত ফুটবে,
লেবাননের গাছের মত শিকড় গাড়বে,
৭ তার পল্লব ছড়িয়ে পড়বে,
জলপাইগাছের মত হবে তার শোভা,
লেবাননের মত হবে তার সৌরভ।
৮ তারা আমার ছায়ায় বাস করতে ফিরে আসবে,
শস্য সঞ্জীবিত করে তুলবে,
আঙুরখেত ফলপ্রসূ করবে,
তাদের আঙুররস লেবাননের আঙুররসের মত সুখ্যাত হবে।

৯ দেবমূর্তির সঙ্গে এফ্রাইমের এখন আর কী সম্পর্ক?
আমিই তো সাড়া দিচ্ছি, আমিই তার উপর দৃষ্টি রাখছি;
আমি সতেজ দেবদারুগাছের মত,
আমার দোহাইতে যে তুমি ফলবান!

১০ কে এমন প্রজ্ঞাবান যে এই সমস্ত কথা বুঝতে পারবে?
কে এমন সুবিবেচক যে এই সমস্ত কিছুর অর্থ জানতে পারবে?
কেননা প্রভুর সমস্ত পথ সরল,
ধার্মিকেরাই সেই সকল পথে চলে,
কিন্তু দুর্জনেরা সেই সমস্ত পথে হোঁচট খায়।